③ নিয়ন্ত্রণ পরিধি বা Span of control:→

⇒ V.A. Graicunas প্রথম এই ধারণাটিকে "span of attention" বা তদারকির পরিধির সঙ্গে সম্পর্কিত বলে বর্ণনা করেছেন। নিয়ন্ত্রণ পরিধি - কে প্রশাসনের অতি-পবিত্র একটি নীতি বলা হয়, এবং সাম্প্রতিক কালেও বলা হচ্ছে। নিয়ন্ত্রণ পরিধির সহজ অর্থ হল, একজন প্রশাসকের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে কতজন অধস্তন কর্মী বা কয়টি বিভাগীয় যুক্ত থাকবে, অর্থাৎ একজন ঊর্ধ্বতন প্রশাসক যতজন অধস্তন কর্মীর কাজ তদারকি করতে পারে তাকে নিয়ন্ত্রণ পরিধি বলে। এই নীতির আর একটি অর্থ হল, একজন প্রশাসক অধস্তন কতজন কর্মীকে পরিচালিত করতে পারবেন তার একটি সীমা আছে, কোনো প্রশাসক তার ইচ্ছেমতো কর্মীর সংখ্যা বাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না, কারণ কর্মীর সংখ্যা বেড়ে গেলে তা নিয়ন্ত্রণের অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। সেইজন্য সনাতনপন্থীর তত্ত্বের প্রবক্তারা নিয়ন্ত্রণের পরিধি নীতি চালু করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের মতে, একজন প্রশাসক কতজন কর্মীকে পরিচালনার অধিকার পাবে তা খেয়াল খুশীমতো স্থির করা যাবে না। কাজের পরিধি এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার উপর তা নির্ভর করে, অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের কাজের ক্ষেত্রে এবং সংগঠনের আকার ভেদে নিয়ন্ত্রণের পরিধি ভিন্ন হতে পারে। Sir Ian Hamilton, একজন সমরবিদ, এই সীমাকে তিন থেকে চারের মধ্যে হওয়া উচিত বলেছেন। Lord Haldane এবং Graham Walt-as -এর মতে, একজন প্রধান প্রশাসক দশ থেকে বার জনকে তদারক করতে পারেন কোন অতিরিক্ত শ্রম না করেই।

নিয়ন্ত্রণ পরিধি - কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে:→ এগুলি হল

1) পরিচালকের ব্যক্তিত্বের উপর।
2) কাজের প্রকৃতির উপর।
3) সংগঠনের কার্যকলাপের সীমার উপর।
4) সংগঠনের ঐতিহ্য এবং পরিবেশের উপর।
5) অধস্তন কর্মীদের দক্ষতার উপর।

নিয়ন্ত্রণ পরিধি -র সুবিধা:→

1) নিয়ন্ত্রণের পরিধি নীতি ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে কর্মচারীরা কাজে ফাঁকি দিতে পারবেনা।

2) জনপ্রশাসনে নিয়ন্ত্রণের পরিধি নীতি প্রয়োগ হলে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

3) নিয়ন্ত্রণের পরিধি নীতি সংগঠনের বা প্রশাসনের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

4) অধস্তন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে না রাখলে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।

5) নিয়ন্ত্রণ পরিধির মাধ্যমে প্রত্যেক প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার একটি সীমা তৈরি হয়।

নিয়ন্ত্রণ পরিধি-র সীমাবদ্ধতা বা অসুবিধা:→

১) নিয়ন্ত্রণ পরিধি-র ফলে কাম্য সংখ্যা নির্ধারণের সমস্যা সৃষ্টি হয়।

২) নিয়ন্ত্রণ পরিধি-র ফলে তদারকি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৩) নিয়ন্ত্রণের পরিধি পরিচালকের উপর অহেতুক জুলুম আরোপ করেছেন, যার ফলে সংগঠনের কার্যকারীতা অনেক-সময় ব্যহত হয় বা সমস্যা সৃষ্টি হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ পরিধিকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। প্রশাসনিক প্রয়োগে কোথাও কতজন কর্মীকে একজন প্রশাসক কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারবেন তার সংখ্যা নির্দিষ্ট/স্থির করা হয়নি, ফলে প্রথাগত নিয়ন্ত্রণের পরিধি এইসব সংগঠনে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।

— * —